



মোঃ নূরুল আমিন চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ৪নং পশ্চিম সুবিদপুর ইউনিয়নের আইটপাড়া গ্রামে ১০ জুন ১৯৬১ খ্রি . তারিখে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স ডিগ্রী লাভের পর ১৯৮৪ সালে প্রতিযো গিতামূলক বিসিএস পরীক্ষায় পাস করে প্রশাসন ক্যাডারে ১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারি যোগদান করেন।

তিনি সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রথম দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা কালেক্টরেটে। ২ বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় সহকারী কমিশনার হিসেবে বদলি হন। সেখানে ২ বছর দায়িত্ব পালনের পর মাদারিপুরের রাজৈর উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি হন। সেখানে ৩ বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা পদে ঝালকাঠি কালেক্টরেটে বদলি হন। সাড়ে ৩ বছর সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে মুন্সিগঞ্জ এর লৌহজং উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে দায়িত্ব পান। ৩ বছর দায়িত্ব পালন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বদলি হন লক্ষ্মপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায়।

এরপর তিনি মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে জেলা পরিষদ, সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পান। এই দায়িত্ব ৩ বছর পালনের পর উপসচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। উক্ত দায়িত্বের ২ বছর পর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে দেড় বছর দায়িত্ব পালনের পর ২০০৯ সালে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোনা হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। উল্লেখ্য তিনি ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পদক গ্রহণ করেন। দেড় বছর পর যশোরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি হন। প্রায় ২ বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। সেখানে ৮ মাস দায়িত্ব পালনের পর বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব পান। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্ম সম্পাদন শেষে ২ বছর পর অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়ক ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ২০১৪ সালের মার্চে দায়িত্ব লাভ করেন। অতঃপর তিনি ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে পদোন্নতি পান। তিনি বদলি হয়ে সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেন এবং একই মন্ত্রণালয়ে পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র সচিব হন। দীর্ঘ কর্মজীবন শেষ করে ২০২০ সালের জুন মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

অনবদ্য প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য সরকার তাঁকে আবার ২০২২ সালের মে মাসে কর্মসংস্থান ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেন, সর্বশেষ তিনি ২০২৩ সালের ২২ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর ‘চেয়ারম্যান’ (সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদা সম্পন্ন) পদে নিয়োগ লাভ করে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় কাজে তিনি আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, থাইল্যান্ড, চীন, মালয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, ভারত, নেপাল ও ভূটান সফর করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জনক।



Md. Nurul Amin was born into a noble Muslim family on June 10, 1961, in Aitpara village of West Subidpur Union No. 4 of Faridganj Upazila of Chandpur District. After obtaining a Master's Degree in Management from Dhaka University, he passed the competitive BCS examination in 1984 and joined the administration cadre on January 21, 1986.

He first served as Assistant Commissioner and Executive Magistrate in the Dhaka Collectorate. After serving for two years, he was transferred to the post of Assistant Commissioner in Sadarpur Upazila of Faridpur. After serving there for two years, he was transferred as Rajair Upazila Magistrate of Madaripur. After serving there for three years, he was transferred to the Jhalkathi Collectorate as a Land Acquisition Officer. After serving with a reputation for three and a half years, he got the position of Munshiganj's Lauhjong Upazila Nirbahi Officer. After serving for three years, he was transferred as an Upazila Nirbahi Officer to Ramganj Upazila of Lakshmipur District.

After that, he served as the secretary of Zilla Parishad in Manikganj, Netrakona, Mymansingh, and Kishoreganj, respectively. Then he got charged as Additional District Commissioner of Faridpur. After serving this duty for three years, he was promoted to the rank of Deputy Secretary and was appointed as the Director (Training) of the Directorate of Primary Education. After two years of that responsibility, he took on the role of project director for the flood-damaged school construction project. After serving there for a year and a half, in 2009 he was appointed Deputy Commissioner and District Magistrate, Netrakona. It is noted that in 2009 he received the Primary Education Medal from the Hon'ble Prime Minister for his outstanding contribution to primary education. After a year and a half, he was transferred to Jessore as Deputy Commissioner and District Magistrate. After about two years of duty, he was promoted to the post of Joint Secretary and joined the Ministry of Religion.

After working there for eight months, he was given the position of Divisional Commissioner Barishal. After completing his illustrious work there, he was promoted to the post of Additional Secretary after two years and assumed the post of Managing Director of the Prime Minister's Education Assistance Trust in March 2014. Then he was promoted to secretary of the Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs in March 2018. Later, he became a Secretary in the Ministry of Planning before being elevated to Senior Secretary under the same Ministry. He ended a long career in June 2020.

For his impeccable administrative skills, the government again appointed him as Chairman of the Karmasangsthan Bank in May 2022. Lastly, he was appointed Chairman (with the rank of Judge of the Appellate Division of the Supreme Court) of the Bangladesh Energy Regulatory Commission on March 22, 2023, and is still carrying out his state's obligations today.

He has visited America, South Korea, South Africa, Kenya, Netherlands, Australia, New Zealand, Fiji, Thailand, China, Malaysia, Switzerland, Singapore, Saudi Arabia, India, Nepal, and Bhutan for various training and government work.

In his personal life, he is the father of two sons and one daughter.